যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ২০১৭
target@ কেরিয়ার
৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

ব্যর্থ হওয়া মানেই সব কিছু শেষ নয়

কোনও কাজ শুরু করলে সেখানে সফলতা আসতে পারে, আবার ব্যর্থতাও আসতে পারে। সফলতা এলে তো ভালোই। কিন্তু কাজটাতে ব্যর্থ হলাম মানেই সব কিছু শেষ হয়ে গেল, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। বরং ব্যর্থতাটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে আবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করতে হবে। এই বিশ্বাস নিয়েই নতুন করে সামনের দিকে এগোতে হবে। মনে রাখবেন ব্যর্থতা মানেই কিন্তু শেষ নয়। আপনি একটি কাজ শুরু করেছিলেন, মানে আপনি চেষ্টা করেছিলেন সেই কাজটি করার, কিন্তু হতেই পারে কোনও কারণে সেই কাজটিতে আপনি সফলতা পেলেন না। তাহলে কী করবেন হেরে যাবেন, নাকি ভয় পিছিয়ে যাবেন কোনটা করবেন? আপনি কোনওটাই করবেন না, জীবনে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগোতে হবে, ব্যর্থতা তো আসতেই পারে। তাই বলে থেমে থাকব না— এই মানসিকতা নিয়েই আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যেমন আপনি কোনও পরীক্ষা দিয়েছিলেন, সেখানে সফলতা আসবে ধরেই আপনি এগিয়েছিলেন কিন্তু কোনও কারণে আপনি ব্যর্থ হলেন। তখন আপনার মনে ব্যর্থতা গ্রাস করে ফেলল, আর আপনি নিজেকে বোঝাতে থাকলেন আপনার দ্বারা হয়তো আর কোনও কিছুই করা সম্ভব নয়। না, এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা একদম ঠিক নয়, কারণ নেতিবাচক চিন্তা আপনাকে শুধু অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে। এর থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেকে বের করে আনুন।

বেশিদিন এই ধরনের নেতিবাচক চিন্তাধারাকে মনের মধ্যে প্রশয় দিলে তা নিজের মনে শুধু হতাশাই তৈরি করবে। ফলে আপনার অন্যান্য কাজগুলিও আটকে যাবে। আর মনের প্রভাব পড়বে আপনার শরীরে। ফলে নিজেকে এই ধরনের মনোভাব থেকে বিরত রাখাই বাঞ্ছনীয়।

সমস্যা যখন রয়েছে, তার সমাধান অবশ্যই আছে। আপনি এভাবে ভাবুন যে, ব্যর্থতার মধ্যেও প্রাপ্তিযোগ আছে, কোনও কাজ করতে গিয়ে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, সেটাই কিন্তু আমাদের অন্য কাজে সফলতা এনে দিতে সাহায্য করবে। সেই পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞান তো আপনার থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তাই মনে রাখতে হবে জ্ঞান আরোহণে কিন্তু আপনি ব্যর্থ নন। জ্ঞান আপনার অন্য কোনও বিষয়ে ঠিক কাজে লাগবে। এটাই আপনার প্লাস পয়েন্ট।

এরপর দু'য়ের পাতায়

পেশাদারিত্বের সঙ্গে সামলান আপনার কাজ

নতুন নতুন বিষয় জানতে চান, তাহলে শুধুমাত্র একটি পেশার ওপর নির্ভর করে থাকা ঠিক নয়। তাহলে একসঙ্গে দুটি কাজ অর্থাৎ চাকরি করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে সবটাই নির্ভর করবে আপনার শারীরিক ক্ষমতা ও মানসিক পরিস্থিতি ওপর। সেইসঙ্গে রাখতে হবে পেশাদার মনোভাব।

বিভিন্ন ধরনের পেশা থেকে আপনি বিভিন্ন ধরনের বিষয় সম্পর্কে জানার পাশাপাশি অনেক ধরনের মানুষের সঙ্গে আপনার আলাপ হবে। যা সামনের দিকে এগোবোর অনেক সুযোগ আপনার হাতের কাছে এনে দেবে। তাই এই ধরনের কোনও ইচ্ছে মনের মধ্যে বাসা বেধে থাকলে, আপনার জন্য একাধিক পেশা খুবই সহায়ক। আবার অর্থের পাশাপাশি সমাজে সুনাম অর্জন এবং নিজেকে বিস্তার করতে চাইলে একাধিক পেশা অন্যতম ভালো মাধ্যম।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কখনও একটি উৎসের ওপর নির্ভর করবেন না। আয়ের অনেকগুলো উৎস রাখুন। এতে সুবিধা হল, হাতে সময় আর শরীরে ক্ষমতা থাকলে একাধিক পেশার সঙ্গেই যুক্ত হওয়া যায়। তাতে মাসের শেষে আয়ের পরিমাণ যেমন বাড়বে, তেমন জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি মানসিক আনন্দ ও সন্তুষ্টিও থাকে। এসব কারণে অনেক লোক দুটো চাকরি করে কিংবা একাধিক পেশার সঙ্গে জড়িত থাকেন। কারও হয়তো নিজের ব্যবসার পাশাপাশি আছে কোনও সৃজনশীল কাজ, কারও হয়তো পূর্ণ সময় কাজের পাশাপাশি আছে পার্টটাইম কাজ, কারও হয়তো সবগুলো কাজই পার্টটাইম।

এতে সুবিধা যেমন আছে, আছে অসুবিধাও। একাধিক পেশা সামলানো তবে একটা কষ্টসাধ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে। সারাদিন দৌড়ের ওপরে তো কাটে, উলটো যেন কাজ করেও শেষ করা যায় না। সেসব ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়ার কিন্তু আছে বেশ সহজ কিছু উপায়।

জেনে নেওয়া যাক কী সেগুলো এবং সমাধানই বা কী:

একাধিক পেশার সমস্যা

একাধিক পেশায় প্রথমেই যে সমস্যাটা হয়, সেটা হল কাজের গুরুত্ব সেট করা। কোনও কাজ অবহেলিত হয়। যে কাজে উপার্জন বেশি হচ্ছে, সেটিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্যগুলো অবহেলার শিকারে পরিণত হয়। কিংবা দেখা যায় সৃজনশীল

এরপর দু'য়ের পাতায়

শেষের চার পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- রাজ্য শ্রম দফতর নেবে ৮ জন এক্সপার্ট টেকনোলজিস্ট
- টাঁকশালে ৩৫ সুপারভাইজার নিয়োগ
- তরুণ শিক্ষক নিয়োগ করবে ইন্ডিয়ান আর্মি
- ট্রেনিং দিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট নিয়োগ
- হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট-এ ভর্তি
- রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি গ্রামোন্নয়ন ও জৈব প্রযুক্তির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি
- আইআইপি-তে প্যাকেজিংয়ের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স
- নেভিতে গ্রুপ 'সি' ক্যাটাগরিতে ৮৯ নিয়োগ
- এয়ারফোর্সে বিভিন্ন পদে ১৩৩ নিয়োগ
- টেরিটোরিয়াল আর্মিতে অফিসার নিয়োগ
- হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ৬০ টেকনিশিয়ান নিয়োগ করবে
- ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১০ নিয়োগ
- রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক কোর্সে ভর্তি শুরু
- কেন্দ্রীয় পর্যটন বিভাগের অধীনস্থ সংস্থায় হসপিটালটি ম্যানেজমেন্টের এমএসসি কোর্স
- এনএফএলে বিপণন কর্মী
- শ্রীমতী টেকনো ইনস্টিটিউটে কর্মমুখী ট্রেনিং

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ২০১৭

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

পাবলিক রিলেশন জবে চ্যালেঞ্জিং মেন্টালিটি চাই

সকলেই নিজেকে সফলভাবে দেখতে চান। তাই কেরিয়ার গড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এই লক্ষ্য নিয়েই পড়ুয়ারা এগোচ্ছে। তার জন্য তারা নিজেদের পাঠ্য বিষয়ের বাইরেও নিজেদের প্রশিক্ষিত করে তুলছে নানাভাবে। অন্যান্য পেশার মতো কেরিয়ার হিসাবে পিআরও বা পাবলিক রিলেশন অফিসার একটি ভালো ও যুগোপযোগী কেরিয়ার হিসাবেই পরিচিত। এই পেশায় আসতে হলে যেমন পরিশ্রম আছে, তেমন দরকার চ্যালেঞ্জ নেওয়ার দক্ষতা ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতা।

একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হলে শুধু পরিকল্পনা, সাংগঠনিক দক্ষতা, মূলধন ও পরিশ্রমই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে জরুরি আরও একটি জিনিস। যার কাজ বিজ্ঞাপন ও ব্র্যান্ড-এর পাশাপাশি গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাঁরা হচ্ছেন জনসংযোগ কর্মকর্তা বা পিআরও (পাবলিক রিলেশন অফিসার)। ওই নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হয়ে সেই প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ড বা দ্রব্য-পণ্যের বিষয়ে গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার, প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংবাদ প্রচার, গণমাধ্যমের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখাই তাঁদের কাজ।

প্রতিটি পেশার মতো এই পেশায় আসতে হলেও তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আর প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিটি বিষয়কে চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তাই সব পেশার মতো এই পেশার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা আছে। তাই সেটিকে জয় করার মানসিকতা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। এই পেশাটির নামই যখন জনসংযোগ কর্মকর্তা তখন সেখানে সংযোগ বা রিলেশন তৈরি করার বিষয়টি বিশেষ স্থান পাবে। তাই গণমাধ্যমগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শুধু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিও শুধু নয়, অনেক সংগঠন এবং সেলিব্রেটিদেরও জনসংযোগ কর্মকর্তা আছে। যাঁরা শুধু সংযোগের কাজটুকুই করেন। এছাড়া পিআরও কে অনেক সময় প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরে কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা তাও দেখতে হয়।

দেশে ও বিদেশেও পিআরও কাজ খুবই সমাদৃত। তবে দুই দেশের কাজের ধরনও ভিন্ন হয়। একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, কোনও সদ্য গজিয়ে ওঠা পোর্টালের একজন সংবাদকর্মী যদি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনও সংবাদ প্রকাশ করেন, তাহলে তাঁকে যেভাবেই হোক খুঁজে বের করে তার সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব পিআরও-এর। কিন্তু বাইরের দেশে কাজের ধরন একটু আলাদা।

এছাড়া পিআরও হিসাবে এজেন্সি ও প্রাইভেট কোম্পানি এই দুই ক্ষেত্রেও কাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ এক-এক জায়গার পরিবেশ আলাদা। তবে এজেন্সিতে এক ধরনের চাপ থাকে, আর প্রাইভেট কোম্পানিতে আরেক রকম। এজেন্সিতে অনেক ক্লায়েন্ট থাকার কারণে যখন কাজ থাকে তখন রাত-দিন সমান করে কাজ করতে হয়। আবার যখন কাজ না থাকে তখন অবসর। আবার ব্যক্তি অনুযায়ী কাজের ধরনও আলাদা। কিছু প্রাইভেট কোম্পানিতে এমনও হয় যেখানে কোনও পিআরও-কে গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি গড়ে তোলা, গণমাধ্যমের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থকে সমুন্নত রাখা, অভ্যন্তরীণ ও বাইরে সমস্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে জনসংযোগ গড়ে তোলা। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ— এইসব কাজ একাই করতে হয়। সব সময় নিজেকে সংযোগ গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টিপাত রেখে চলতে হয়। তবে কাজের চাপের মধ্যে লক্ষ্য রাখা উচিত একজন ভালো পিআরও হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। তার জন্য অন্যান্য পেশার মতো এই পেশাতেও টিমওয়ার্ক করা খুবই জরুরি। নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করা এবং কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াটা দরকার। তবে কাজের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করা। কখন কার সঙ্গে, কোথায়, কীভাবে কথা বলতে হবে সেটা বোঝা উচিত। একজন প্রতিবেদকের সঙ্গে কীভাবে কথা বলা প্রয়োজন আর একজন সম্পাদকের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে, সেই জ্ঞানের প্রয়োজন আছে এই চাকুরিতে। এছাড়াও আর অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা, ভালো প্রেস বিজ্ঞপ্তি লিখতে পারা, নিজ পেশা সম্পর্কে ভালো করে জানা, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষতা থাকাও প্রয়োজন।

এই চাকরিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে পরে নিজে ব্যবসা শুরু করতে পারেন। যেমন আপনি মিডিয়া কমিউনিকেশন হাউস খুলতে পারেন। আপনার অর্জিত জ্ঞানই এক্ষেত্রে আপনার সঙ্গী হবে।

ব্যর্থ হওয়া মানেই...

প্রথম পাতার পর

আর এটিকে নিয়েই আপনি সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। তাৎক্ষণিকভাবে ব্যর্থতা সত্যিই কষ্ট দেয়, আমরা ভেঙেও পরি। কিন্তু শুধুই তা সময়ের অপেক্ষা। তার পরে কিন্তু সেই আপনাকে শক্তি জোগাবে যখন আপনি আবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করতে পারবেন।

ব্যর্থতা আপনার জীবনে কোনও গভীর দুঃখের ছাপ ফেলতেই পারে, কিন্তু তার জন্য রাগ, দুঃখকে নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত। খুব ভেঙে পড়লে আপনি নিজেকে কিছুটা সময় দিন, দরকার হলে যাঁকে আপনি বন্ধু স্থানীয় মনে করেন তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। যে আপনাকে বোঝে ও যাঁর কাছ থেকে আপনি মূল্যবান পরামর্শ পেতে পারেন, যা আপনাকে আগামী দিনে পথ চলতে সাহায্য করবে।

ফের নতুন উদ্যমে চেষ্টা করুন। ব্যর্থতার মধ্যেই সফলতা খুঁজতে নিতে হবে। তার জন্য আপনাকে নিজের ভুল নিজেই খুঁজে বের করতে হবে। দেখবেন আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন কোথায় আপনার খামতি ছিল। সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নিন। আগের ব্যর্থতা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান আপনাকে সেই খামতি ধরিয়ে দিতে যাহায্য করবে।

ব্যর্থতাটা নিয়ে নেতিবাচক চিন্তা ছেড়ে, কেন ব্যর্থতা এল সেটি নিয়েও ভাবা দরকার। অনেক সময় হতে পারে আপনি যেটি নিয়ে সফলতার মুখ দেখব বলে ভাবছেন, সেই বিষয়টি আপনার জন্যই নয়। আপনি নিজের ভালোলাগাকে প্রাধান্য দিন। নিজেকে বুঝতে সাহায্য করুন কোন কাজটি আপনার জীবনে সফলতা এনে দিতে সাহায্য করবে। নিজেকে বুঝে জীবনে এগোলে দেখবেন জীবনে ব্যর্থতা কম আসবে। এমনও হতে পারে, আপনি কোনও কারণে আবার ব্যর্থ হলেন, কিন্তু তার মানেই এই নয় যে আপনার দ্বারা কিছুই হবে। অন্যদের দেখে প্রভাবিত হবেন না। অন্যরা কেন পারল আর আমি পারলাম না— এই চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন। সব সময় এমন মানুষের সঙ্গে মিশুন যাঁর কাছ থেকে আপনি জীবনে এগিয়ে যাওয়ার কিছু পরামর্শ পাবেন। জানুন এমন মানুষের কথা যাঁরা ব্যর্থতা থেকে নিজেরা ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের দ্বারা নিজে অনুপ্রাণিত হবেন, আর আপনার ভালো লাগবে। আপনার যদি মনে হয় মনীষীদের বইও আপনি পড়তে পারেন, সেখান থেকেও আপনি মনের জোর ফিরে পাবেন এবং আপনার মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি হবে।

আপনার পরিবারকেও এই সময়ে আপনার পাশে থাকা উচিত। তাঁরা আপনাকে বুঝলে কোনও কাজে একবার ব্যর্থ হলেও পরের কাজটি নতুন উদ্যমে কাজটি শুরু করা আপনার ক্ষেত্রে আরও সহজ হয়ে যাবে। আপনিও ভরসা পাবেন যে, এই লড়াইয়ে আপনি একা নন, পরিবার আপনার পাশে আছে। পরিবারকেও বুঝতে হবে, এই সময় আপনার পাশে দাঁড়ানোটা তাঁদের কতখানি দরকার। নিজেকে এটি বোঝান একবার পারেননি তো কী হয়েছে, আর একবার চেষ্টা করতে দোষ কী। তবে খুব সমস্যা হলে আপনি কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন। যিনি আপনাকে সঠিক পথ নির্দেশ করতে সহায়তা করবে।

পেশাদারিত্বের সঙ্গে সামলান আপনার কাজ

প্রথম পাতার পর

কাজটাই বেশিরভাগ সময় অবহেলিত হয়। একাধিক পেশায় 'টাইম ম্যানেজমেন্ট' নিয়ে সমস্যা হয়। এ জন্য সারা দিনের কাজের সঠিক তালিকা তৈরি করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সব কাজ পারফেক্ট করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্লান্তি ও একঘেয়েমি চলে আসে, যা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

শিডিউলে বিপর্যয় হয়ে গেলে একই সময়ে দুটি পেশার কাজের চাপই খুব বেশি হয়ে যায়, তখন সেটা সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে।

অনেক সময় একটি পেশার কর্তৃপক্ষ বা সহকর্মীদের অসহযোগিতার প্রভাব অন্য পেশায় গিয়ে পড়ে।

তা হলে সমাধান কী কিছু আছে

কাজের প্রায়োরিটি সেট করুন। যেহেতু সবগুলোই আপনার পেশা, তাই সবগুলোকেই সমান গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করুন। সমানভাবে আন্তরিক না হলে কিন্তু একাধিক পেশা ধরে রাখতে পারবেন না, দিনশেষে একটি না একটি হাত থেকে বের হয়ে যাবেই যাবে।

দ্বিতীয় পেশা নির্বাচনে খুব পছন্দের কোনও বিষয় নিয়ে ভাবুন। যাতে ওই বিষয়ে অন্তরের আবেগ থাকে। দুটি পেশার মধ্যে একটি শখের বিষয় হলে সবচেয়ে ভালো হয়। তাহলে কাজ করার ইচ্ছেটি থাকে।

সারাদিনের কাজের একটা তালিকা তৈরি করতে হবে। জোড়াতালি দেওয়ার ভাবনা ত্যাগ করুন। 'একটা থেকে সময় বের করে অন্যটা করে ফেলব', কিংবা 'ম্যানেজ করে ফেলব' এই ধরনের ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসুন। এটা পেশাদারিত্ব নয়। তাই অবশ্যই প্রতিটি পেশার জন্য কোয়ালিটি টাইম রাখুন এবং সেই সময়ে কেবল সেই কাজটির দিকেই মনোযোগ দিন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌঁছনোর অভ্যাস করুন। এতে কাজের জন্য সময় বেশি পাবেন।

দুটি পেশার কাজ করার মাঝে বেশ কিছুটা সময় বিরতি নেওয়া প্রয়োজন। এতে মাইন্ড ফ্রেশ হয়ে যাবে।

যাঁরা একাধিক পেশায় যুক্ত থাকেন কাজের চাপে আত্মীয়-বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন? চেষ্টা করুন মাঝে মাঝেই তাঁদের সময় দিতে। সারাদিনে কাজের ফাঁকে নিজের জন্য একটু সময় রাখুন। ওই সময় আপনার সবচেয়ে পছন্দের বিষয়টি নিয়ে সময় কাটান হতে পারে সেটা গান শোনা কিংবা ইন্টারনেটে ব্রাউজ করা। যে পেশাটি থেকে উপার্জন কম বা পার্টটাইম, তাতে কখনও ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। মাথায় রাখুন, কাজটি কিন্তু আপনার প্রয়োজন বলেই আপনি করছেন। নিজের শরীর এবং সুস্থতার দিকে বাড়তি মনোযোগী হবেন। একাধিক কাজ করছেন যখন, শরীরটাও তো ঠিক রাখা চাই। শরীরচর্চা, যোগব্যায়াম বা ধ্যানের অভ্যাস করতে পারেন। পারলে খোলা আকাশের নীচে হেঁটে আসুন। তাতে মন প্রশান্ত থাকবে। প্রশান্ত মন একাধিক কাজ সুন্দর মতন সামলে নিতে পারে।

নির্দিষ্ট ছকে কাজ করুন:

নোটবুক মেইনটেন করুন। একাধিক কর্মক্ষেত্র থাকলে কাজের তালিকা এলোমেলো হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এখন অবশ্যই নোট রাখার প্রচুর অ্যাপস আছে, যেগুলো থেকে ডেস্কটপ এবং স্মার্টফোনে লগইন করা যায়। এতে প্রতিদিনের কাজগুলো টুকে রাখুন এবং রিমাইন্ডার সেট করে রাখুন। দায়সারাভাবে কখনও কোনও কাজ করতে যাবেন না বা কেবল করতে হয় বলে করবেন না। এতে কাজের কোয়ালিটি থাকে না। অজুহাত হিসাবে কখনওই একাধিক পেশাকে প্রদর্শন করবেন না। সেটায় কেবল আপনার অপেশাদার আচরণই প্রকাশ পাবে।

এক অফিসে গিয়ে অন্য অফিসের কাজ করবেন না। কিংবা এক অফিসের সমস্যা অন্য অফিসে নিয়ে যাবেন না। এটা খুবই অপেশাদার আচরণ। যে কোনও জায়গায় পেশাদারিত্ব মনোভাব বজায় রাখুন।

এক অফিসের ক্ষোভ অন্য অফিসে গিয়ে আলোচনা কিংবা কারুর ওপর রাগ প্রদর্শন করবেন না। কিংবা এক অফিসের ম্যানেজমেন্ট অথবা ওয়ার্কিং কালচার নিয়ে দুর্নামও করবেন না।

সর্বোপরি, যে কথাগুলি মাথায় স্থান দেবেন তা হল, দুটি পেশার মাঝে বিরতির সময়, কর্মস্থলের দূরত্ব, পারিবারিক পরিস্থিতির বিষয়গুলো ভাবনাচিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। একটি পেশায় যুক্ত থাকাকালীন অন্য পেশায় যুক্ত হওয়ার আগে ওই পেশাটিতে বিনা বেতনেই কিছুদিন কাজ করে দেখতে পারেন 'একাধিক কাজ' আপনার জন্য সঠিক কিনা?

আমরা পাঠককে গুরুত্ব দিতে চাই

তাই, আপনারাই আমাদের মেল করে জানান,

সফল কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য 'target@কেরিয়ার'-এ আপনারা কী কী জানতে চান

jugasankha.suppli@gmail.com

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ২০১৭

ব্যবসায় কেরিয়ার

নতুন ব্যবসা শুরুর আগে চাই সঠিক আইডিয়া

নতুন ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন, অথচ নিজে ঠিক করতে পারছেন না, কোথা থেকে শুরু করলে ভালো হয়। মাথায় আসছে অজস্র চিন্তা। ব্যবসা শুরু করা মোটেও সহজ কাজ নয়, কিন্তু আপনাকে তার জন্য উপযুক্ত পরামর্শও গ্রহণ করতে হবে। তবেই আপনার ব্যবসা সঠিক পথে অগ্রসর হবে। পরামর্শদাতা হিসাবে কাউকে ছোট বলে মনে করবেন না, অনেক সময় অনেক ছোট পরামর্শও জীবনের মানেকে বদলে দিতে পারে। তাই পরামর্শ সকলের কাছ থেকে নিতে পারেন। তবে ঠিক বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আপনার আছে। ব্যবসা শুরুর সময়ে কোনও অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে সিদ্ধান্তটা বুদ্ধি-বিবেচনা করে নিতে হবে। হঠাৎ করে ব্যবসায় লাভবান হতে গিয়ে চটজলদি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। তাই একটু ধীরে-সুস্থে বর্তমান সমাজব্যবস্থা বুঝে তবে অগ্রসর হওয়া উচিত। কারণ যে কোনও ব্যবসার ক্ষেত্রে সমাজব্যবস্থা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যে কোনও ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও। প্রত্যেকেই ব্যবসায় লাভ করতে চায়, তবে তার জন্য কোনও হঠকারি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। ব্যবসায় প্রতিযোগিতা থাকবে, কিন্তু তা যেন সুস্থ প্রতিযোগিতা হয়। একে অপরকে টেক্কা দিতে গিয়ে তা যেন ক্ষতির মুখে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ব্যবসায় নিজেকে সৎ রাখা খুবই একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। কারণ একজন সৎ মানুষই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। মনে রাখতে হবে, ব্যবসা করা মানে শুধু লাভ করা নয়, ব্যবসা হল মানুষের সেবা করা। তাঁদের কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি আপনার মাধ্যমে তাঁদের কাছে পৌঁছচ্ছে। তাই সেই কথা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে।

আরও বিস্তারিতভাবে নীচে আলোচনা করা হল

সবার আগে নিজেকে চিনুন:

কোনও ব্যবসা শুরু করার আগে বেশ কিছু প্রশ্ন আপনি নিজেকেই করতে পারেন। আপনি কী চাইছেন?

আপনি নিজে কী কাজ করতে পছন্দ করেন? আপনি কোন কাজটি সবচেয়ে ভালো পারেন? ব্যবসা-সংক্রান্ত টিপস দিতে উদ্যোক্তাদের নিজেদেরই এই দুটো প্রশ্ন করতে বলেছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, তাঁদের মতে যে কাজে নিজের মন থেকে সায় দেয়, সেই কাজই করা উচিত। তা হলে ভালোভাবে কাজটি সম্পন্ন করা যায়। কাজটিও ভালো হয়।

সমস্যা সমাধানমূলক ব্যবসা শুরু:

ব্যবসা কোথায় কোন রাজ্যে শুরু করতে চলেছি, সেই বিষয়টিকেও মাথায় রাখার দরকার। কারণ এক-এক দেশের ভৌগোলিক অবস্থা বিভিন্ন। তারপরে তার সঙ্গে রয়েছে

সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো। রাস্তাঘাটের সমস্যা এই সমস্ত কিছুই নজরে থাকা উচিত। যে কোনও সময় যে কোনও বিষয় সমস্যা হিসাবে আসতে পারে। বর্তমানে ট্রাফিক জ্যাম এ-রাজ্যের বড় একটি সমস্যা। তাই এই সমস্যাটি মাথায় রেখে নতুন কোনও ব্যবসা দাঁড় করানোর কথা চিন্তা করতে পারেন। শুধু বড় সমস্যার দিকে তাকালেই হবে না, ছোটখাটো সমস্যার সমাধানও অনেক উপকারে আসতে পারে যে কোনও মানুষের জন্য। ছোটখাটো বিষয়ের মধ্যে হতে পারে কম দামে আইসক্রিম, সাইকেল পার্টসের দোকান বা এলাকার কাজে আসতে পারে এমন কোনও ছোট কাজও উপকারে আসতে পারে অনেকের।

অপরিচিত মার্কেট সম্পর্কে তথ্য:

ব্যবসায় নামতে হলে অপরিচিত মার্কেট সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। কারণ সেখান থেকেও অবাঞ্ছিত উপদ্রব আসতে পারে। তাই সেই সম্পর্কে আগে থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রাখলে আপনার পথ চলার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।

সম্ভাবনাময় ব্যবসা শুরু:

মার্কেট অ্যানালিসিস করে দেখতে হবে, কোন ব্যবসা সুদূরপ্রসারী। সেই হিসাবে ব্যবসা শুরু করতে হবে। কারণ ইন্টারনেটের যুগে কোন ব্যবসা কীরকম লাভ দেবে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। নিয়মিত মার্কেট স্টাডি করতে হবে। আমি যে-রাজ্যে বাস করি সেই রাজ্যে কোন ব্যবসার ক্ষেত্রে উপযোগী তা দেখতে হবে। হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা উচিত নয়। কারণ, এতে সময়ের অপচয়ের পাশাপাশি টাকা, নিজের মনোবল সবই হারিয়ে গিয়ে আপনি নিরাশ হয়ে উঠতে পারেন। তাই সেই দিকটি আগে বিবেচনা করা দরকার।

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

● আমি চৌবাচ্চায় রঙিন মাছের চাষ করতে আগ্রহী। এই বিষয়ে আমার কোনও ধারণা নেই। কীভাবে ব্যবসা শুরু করতে পারি জানালে উপকৃত হব।

আশীষ নন্দী, শ্যামনগর

আপনি যদি বড় রঙিন মাছের ব্যবসা করতে চান তাহলে প্রথমে কম করে তিনটে চৌবাচ্চার প্রয়োজন। কারণ একটি চৌবাচ্চায় পুরুষ মাছ, একটি চৌবাচ্চায় স্ত্রী মাছ এবং আর একটি চৌবাচ্চায় বাচ্চা মাছ রাখার প্রয়োজন। চৌবাচ্চার মাপ হওয়া দরকার ১০ ফুট/৫ ফুট। ঠিকভাবে মাছের চাষ করতে পারলে মাসে কম করে সাত থেকে আট হাজার টাকা উপার্জন করা সম্ভব।

● ডেকটেরিভ ক্যান্ডেল তৈরির প্রশিক্ষণ নিতে চাই। কোথায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় জানতে চাই।

স্বজন পোদ্দার, ব্যারাকপুর

ডেকরেটিভ ক্যান্ডেল তৈরির প্রশিক্ষণ নিতে হলে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের প্রতিষ্ঠান মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ট্রেনিং সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ওই প্রতিষ্ঠানে ডেকরেটিভ ক্যান্ডেল তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। ঠিকানা: মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ট্রেনিং সেন্টার, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন, চাঁদমারি, পোঃ গয়েশপুর, কল্যাণী-741234. ফোন: 2589-0028, 2589-0016.

এছাড়া স্বনির্ভর-সহায়ক প্রতিষ্ঠান প্রগতি ডেকরেটিভ ক্যান্ডেল তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়. ঠিকানা: প্রগতি, নর্থ ঘোষপাড়া গ্যাসগিট রোড, বালি, হাওড়া, ফোন: 2671-0292

● সফটি তৈরির মেশিন কিনতে চাই। কোথায় পাবো এবং মেশিনের দাম কত জানালে ভালো হয়। *বিজয় পাল, বারাসাত*

আপনি যদি ফ্রিজ কম্প্রেসার ও ট্রলিসহ স্টিলের বডির এক রঙের সফটি তৈরির মেশিন কিনতে চান তাহলে তার দাম পড়বে কম করে এক লক্ষ টাকা। দু'রঙের মেশিন কিনলে দাম লাগবে প্রায় দু লক্ষ টাকা। কলকাতার গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ ও ক্যানিং স্ট্রিটের দোকান থেকে সফটি তৈরির মেশিন কিনতে পারবেন।

ব্যবসায় কেরিয়ার

সাবান তৈরির ব্যবসা করে স্বনির্ভর হতে পারেন

পরিষ্কার থাকার জন্য এবং সব কিছু পরিষ্কার রাখার জন্য সাবান খুব প্রয়োজন। সাবান আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। প্রতিদিন নানান কাজে আমরা সাবান ব্যবহার করি। সাবান হল তেল-চর্বি ও ক্ষার মিশ্রিত এক ধরনের কঠিন পদার্থ, যা পরিষ্কার থাকার জন্য এবং সবকিছু পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকের প্রতিদিন সাবানের দরকার হয়। ঘরে বসে সাবান তৈরি করে বাজারজাত করে আয় করা সম্ভব।

বাজার সম্ভাবনা: সাবানের চাহিদা শহর-গ্রাম সর্বত্রই থাকে। এটি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। সাবান তৈরি করে মুদি ও মনোহারী দোকানে পাইকারি ও খুচরো দামে বিক্রয় করা যায়। কাছের ও দূরের বাজারে সাবান নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা যায়। সবারই সাবানের প্রয়োজন হয়, তাই ঘরে বসেই পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনের কাছেও সাবান বিক্রয় করা সম্ভব।

মূলধন: সাবান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়ী উপকরণ কিনতে প্রায় ২৯৫৮ থেকে ৩২১৫ টাকার প্রয়োজন হবে। এছাড়া প্রাথমিকভাবে ১২টি সাবান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কিনতে ৬৫ থেকে ৮০ টাকার প্রয়োজন হবে। যদি ব্যক্তিগত পুঁজি না থাকে তাহলে মূলধন সংগ্রহের জন্য নিকট আত্মীয়স্বজন, ঋণদানকারী ব্যাংক-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এসব সরকারি, বেসরকারি ব্যাংক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) শর্তসাপেক্ষে ঋণ দিয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ: অভিজ্ঞ কারও কাছ থেকে সাবান তৈরি করার কৌশল শিখে নিলে সহজেই সাবান তৈরি করা যাবে। গায়ে মাখা সাবান তৈরিতে বেশি অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। তাই প্রথমে কাপড় কাচার সাবান তৈরি শুরু করাই ভালো। অভিজ্ঞতা হলে পরে গায়ে মাখার সাবান তৈরি করা উচিত।

সাবান তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ

তেল: সাবান তৈরির জন্য তেল প্রয়োজন হয়। শুধু তেল ব্যবহার করে সাবান তৈরি করা যায়। দুই তিন রকমের তেল, যেমন—নারকেল তেল, পাম তেল, বাদাম তেল, মহুয়ার তেল, সয়াবিন তেল ব্যবহার করলে সাবান ভালো হয়। এছাড়া তুলা বীজ তেল, ভুট্টা তেল, রেড়ি তেল ইত্যাদিও ব্যবহার করা যায়।

কস্টিক সোডা: এটা হচ্ছে একটি ক্ষার। বাজারে গুঁড়ো ও কঠিন দুই ভাবেই এটা পাওয়া যায়। গুঁড়ো কস্টিক সোডা সস্তা ও তাড়াতাড়ি গলে। তাই এটা ব্যবহার করা সুবিধাজনক। ঘন ক্ষার চামড়ায় লাগলে ক্ষতি হয়। কাপড় পুড়ে যেতে পারে। তাই ক্ষার ব্যবহার করার সময় রাবারের দস্তানা ব্যবহার করতে হবে।

সোডিয়াম সিলিকেট: এটা স্বচ্ছ আঠার মতো জিনিস। সাবানকে শক্ত ও ভারী করার জন্য সোডিয়াম সিলিকেট ব্যবহার করা হয়। বেশি ব্যবহার করলে সাবান একেবারে শক্ত হয়ে যায় ফেনা হতে চায় না। তাই পরিমাণ ও নিয়ম অনুযায়ী এটা ব্যবহার করতে হবে।

সুগন্ধি: নানা ধরনের ও গন্ধের আতর বা তেল দোকানে পাওয়া যায়। সাবান তৈরির সময় পরিমাণমতো সুগন্ধি মিশিয়ে দিতে হবে।

রং: সাবানে এমন রং ব্যবহার করা উচিত যা চামড়ার জন্য ক্ষতিকর নয়। জল ও তেলে গলে এমন রং কিনতে হবে।

সাবান তৈরির নিয়ম: সাবান তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তেলের সঙ্গে কস্টিক সোডার অনুপাত। এটা ঠিক না হলে সাবানে বাড়তি তেল বা ক্ষার থেকে যাবে। সাধারণত ১০০ গ্রাম ওজনের তেলের সাথে ১৪ থেকে ১৯ ভাগ ওজনের কস্টিক সোডা মেশাতে হয়। সাধারণত ১০০০ গ্রাম বা ১ কিলো তেলে ১৮০ গ্রাম কস্টিক সোডা, ১ কিলো সোডিয়াম সিলিকেট ও ৮০০ গ্রাম জল মেশানো হয়। প্রথমে বালতি বা বড় কোনও পাত্রে ৮০০ গ্রাম জলে ১৮০ গ্রাম কস্টিক সোডা অল্প অল্প করে দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। মেশানোর পর মিশ্রণটি ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠবে এবং বুদবুদ উঠবে। সোডা মেশানো জল যেন গায়ে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সোডা ও জল মেশানো হয়ে গেলে ঠান্ডা হবার জন্য একদিন রেখে দিতে হবে। তেল কড়াইয়ে রেখে উনুনে গরম করতে হবে। থার্মোমিটারের ৯০ ডিগ্রি উঠলে কড়াই নামিয়ে ফেলতে হবে। এবার এতে সিলিকেট মিশিয়ে নাড়াতে থাকতে হবে। থার্মোমিটার ৫৫ থেকে ৬০ ডিগ্রিতে নেমে না আসা পর্যন্ত নাড়তে হবে। এবার সোডা গোলা জল আস্তে আস্তে তেল ও সিলিকেটের মিশ্রণের সাথে মেশাতে হবে। নাড়ানি দিয়ে ধীরে ধীরে মেশাতে হবে। মেশানো হয়ে গেলেও একইভাবে নাড়তে হবে। তেল আর কস্টিক সোডা বিক্রিয়া করে সাবান হতে থাকবে। এক সময় এগুলো সুজির মতো দানাদার হয়ে উঠবে। যতক্ষণ না এই দানাদার ভাব চলে গিয়ে মসৃণ মধু বা ঘন তরলের মতো হয় ততক্ষণ নাড়তে হবে। এতে আধ ঘণ্টার উপর সময় লাগতে পারে। রং বা সুগন্ধি মেশাতে চাইলে এই সময় মিশিয়ে ভালো করে নাড়তে হবে। ঢালার জন্য কাঠের যে খোপ বা ডাইস আছে তাতে পলিথিন বিছিয়ে নিতে হবে এবং তার উপর গরম সাবান ঢেলে শুকনো জায়গায় রেখে দিতে হবে। চট বা কম্বল দিয়ে ১/২ দিন ঢেকে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তরল সাবান শক্ত হয়। ছাঁচ থেকে জমাট বাঁধা সাবান বের করে ছুরি বা তার দিয়ে মাপ মতো কাটতে হবে। তারপর এক সপ্তাহ ঘরের মধ্যে শুকোনোর জন্য রেখে দিতে হবে। সাবানে বিশেষ আকৃতি দিতে চাইলে শুকনোর পর ছাপ দেওয়া যন্ত্রের মাধ্যমে বিশেষ আকৃতি দিতে হবে। একটি ভালো সাবান দেখতে সুন্দর ও এতে টাটকা গন্ধ থাকবে।

সাবধানতা: সোডা ব্যবহারের সময় সাবধান থাকতে হবে। কারণ সোডা গায়ে লাগলে চামড়ার ক্ষতি হবে। প্রয়োজনীয় উপকরণ সঠিক অনুপাতে মেশাতে হবে।

বিনিয়োগ ও বিক্রয়ের উপর ব্যবসার লাভ-ক্ষতি ও আয় নির্ভর করে। অনেক সময় জিনিসপত্রের দাম ওঠা-নামা করে। তাই এই ক্ষেত্রে হিসাব শুধুমাত্র ধারণা দেওয়ার জন্য। সেক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ কম বা বেশি হতে পারে। সাবান হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। সবারই সাবানের প্রয়োজন হয়। তাই এরকম নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করে সহজেই ব্যবসা শুরু করা সম্ভব।

আনুমানিক মাসিক উপার্জন: এই ব্যবসায় ন্যূনতম পুঁজি বিনিয়োগ করে ভালো বাজার ধরতে পারলে মাসে আনুমানিক ২০-২৫ হাজার টাকা উপার্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ২০১৭

কেরিয়ার সিলেকশন

পেশা যখন এয়ারক্রাফ্ট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং

এয়ারক্রাফ্ট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে আধুনিক সময়ের কোর্স। যার সাদা বাংলায় মানে হল 'বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ'। বিশ্বজুড়ে এয়ারক্রাফ্ট মেনটেন্যান্সের চাহিদা বেড়েই চলেছে। বিমান শিল্পের বিপুল ব্যবসার কারণে নতুন প্রজন্মও আকৃষ্ট হচ্ছে এই দিকে। তার থেকেও বড় কারণ হল, এটা বড় দায়িত্বের কাজ। তাই পারিশ্রমিকও মোটা। বিমানের ককপিটে বসার আগে পাইলট বিমান সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য নেন এয়ারক্রাফ্ট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকেই। তাঁর রিপোর্টের ওপরেই নির্ভর করে পাইলট, কেবিন ক্রু ও বিমানের যাত্রীদের জীবন। তবে হ্যাঁ, এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে এই কোর্সের কিছু পার্থক্য আছে। এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য বি ই অথবা বি টেক ডিগ্রির প্রয়োজন হয়। টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইঞ্জিনিয়ারিং বা পলিটেকনিক কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা এরোনটিক্সের উপর ডিপ্লোমা থাকলে এই প্রশিক্ষণ নেওয়া সম্ভব। অন্যদিকে এয়ারক্রাফ্ট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং একটি লাইসেন্স কোর্স।

কোর্সের প্রাথমিক ধারণা ও ভবিষ্যৎ: গোটা বিশ্বে এখন প্রায় ৫ লক্ষ যাত্রীবাহী ও ৪০ লক্ষ মালবাহী বিমান বা কার্গো যাতায়াত করে। আমাদের দেশেও ক্রমাগত বিমান পরিবহণ উন্নত হচ্ছে। ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের চাহিদা বাড়ছে। এভিয়েশন শিল্পকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়— ১) উড়ান ও ২) রক্ষণাবেক্ষণ। পাইলট-কেবিন ক্রুর কাজ বিমান চালানো। আর মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারের কাজ বিমানের দেখভাল করা। একজন এয়ারক্রাফ্ট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারকে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)-এর লাইসেন্সপ্রাপ্ত হতে হয়। তাঁর দায়িত্বে থাকে বিমানের যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিন। তা যাতে কোনওভাবে বিকল না হয় তা দেখাই ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। এমনকী বিমান প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিতেও মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হয়। তবে এই কোর্স কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি দেয় না। এটি একটি লাইসেন্স কোর্স। ডিজিসিএ অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান এই লাইসেন্স দিতে পারে।

কয়েকটি এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ঠিকানা:

১) স্কুল অব এভিয়েশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, দিল্লি
২) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যারোনটিক্স, দিল্লি
৩) স্কুল অব অ্যারোনটিক্স, দিল্লি
৪) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যারোনটিক্যাল সায়েন্স, নয়াদিল্লি
৫) ভিএসএম ইনস্টিটিউট অব অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, বেঙ্গালুরু
৬) হিন্দুস্তান এভিয়েশন অকাদেমি, বেঙ্গালুরু
৭) ফ্লাইটেক এভিয়েশন অকাদেমি, হায়দরাবাদ
৮) ইনস্টিটিউট অব এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার্স, হায়দরাবাদ
৯) রাজীব গান্ধী এভিয়েশন অকাদেমি, হায়দরাবাদ
১০) হায়দরাবাদ কলেজ অব এভিয়েশন টেক
১১) এরোনটিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, লখনউ
১৩) নেহরু কলেজ অব অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেস, কোয়েম্বাটুর
১৪) এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, টাকি রোড, কাজিপাড়া, বারাসত, যোগাযোগ: ০৩৩ ২৫৫২৬০১২/২৫৬২৫৮৪৬
১৫) অ্যাপটেক এভিয়েশন অ্যান্ড হসপিটালিটি অকাদেমি, চৌরঙ্গি ম্যানসন, ৩০, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা, যোগাযোগ: ০৩৩ ৪৪০৭৩৪০১
১৬) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এরোনটিক্যাল সায়েন্স, মাইকেলনগর, যশোর রোড, কলকাতা, যোগাযোগ: ০৩৩ ২৫৬৭৩৮৩২

কোর্সের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা: এই কোর্স পড়তে গেলে ন্যূনতম যোগ্যতা হল উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্কে ৫০ শতাংশ নম্বর।

কোর্সে কী কী পড়ানো হয়?
এয়ারক্রাফ্ট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রধান স্পেশালাইজড কোর্সগুলি হল: লাইট এয়ারফ্রেম, হেভি এয়ারফ্রেম, জেট ইঞ্জিন, রেডিও নেভিগেশন, ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম, ইনস্ট্রুমেন্ট সিস্টেম, পিস্টন ইঞ্জিন, হেভি এরোপ্লেন।

কোথায় পড়বে: তিন বছরের কোর্স। কলকাতায় খরচ পড়ে ন্যূনতম সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা। দিল্লি, হায়দরাবাদ বা বেঙ্গালুরুতে খরচ অনেকটাই বেশি। কোর্স করার আগে প্রতিষ্ঠানটি ডিজিসিএ-র অনুমোদনপ্রাপ্ত কিনা জেনে নেবেন। ট্রেনিং শেষ করলে বেসিক এয়ারক্রাফ্ট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। যার সাহায্যে এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে-তে কাজের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে তার আগে ডিজিসিএ-এর লাইসেন্সের পরীক্ষাটি পাশ করতে হবে।

এই প্রথম কোনও বাংলা দৈনিকে সপ্তাহে সাতদিনই

রঙিন সাপ্লি

আপনার এলাকায় যুগশঙ্খ না পেলে
ফোন করুন সার্কুলেশন বিভাগে

৫
target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ২০১৭

রাজ্য শ্রম দফতর নেবে ৮ জন এক্সরে টেকনোলজিস্ট

রাজ্য শ্রম দফতরে ৮ জন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (এক্স-রে) গ্রেড থ্রি নিয়োগ করা হবে। নিয়োগ করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 01/WBSSC/2017.

শূন্যপদ: পোস্ট কোড ৪১৪, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (এক্স রে) গ্রেড থ্রি: শূন্যপদ ৮টি। সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১।

বেতন: ৭১০০-৩৭৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩৬০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অব হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন বা সমতুল থেকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজিসহ উচ্চমাধ্যমিক পাস হতে হবে। রাজ্য সরকার স্বীকৃত রেডিওগ্রাফিতে দুবছরের ডি আর ডি (টেক) ডিপ্লোমা কোর্স। বাংলায় লিখতে, পড়তে, বলতে জানতে হবে। রেডিওগ্রাফিতে ডিপ্লোমা করার পর কোনও সরকারি হাসপাতালে বা ওয়েস্টবেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট রুল ২০০৩-এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনও ক্লিনিকে এক বছরের ট্রেনিং অথবা কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেডিওগ্রাফিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা থাকা বাঞ্ছনীয়।

বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা অফলাইন বা অনলাইন মোডে হবে। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। পরীক্ষার দিন সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। পরীক্ষার ফি ২২০ টাকা। তফসিলি জাতি/উপজাতি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না, শুধু প্রোসেসিং ফি বাবদ ২০ টাকা দিতে হবে। যে কোনও ব্যাংকের ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফি দেওয়া যাবে। সার্ভিস চার্জ বাবদ ৫ টাকা দিতে হবে। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.wbssc.gov.in. অনলাইন আবেদন করার আগে প্রার্থীর ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে। অনলাইন আবেদন করা যাবে ৩১ মে পর্যন্ত। বিশদে আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

হাতের কাজের ট্রেনিং

সেন্ট পিটার্স ও সেন্ট স্টিফেন্স ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে অল্প শিক্ষিত বেকার ছেলেদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে হাতের কাজের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। ট্রেড অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার ক্লাস এইট পাস থেকে মাধ্যমিক পাস। বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। প্রতিটি ট্রেডে ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ২ বছর। বারুইপুর কেন্দ্রে ট্রেনিং দেওয়া হবে এই ৩টি ট্রেডে— ১) মোটর মেকানিজম (২ ও ৪ চাকার গাড়ি মেরামতি শেখানো হয় ও সেইসঙ্গে ড্রাইভিং লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা হয়।), ২) কার্পেন্টি (আধুনিক আসবাবপত্র তৈরি ও ডিজাইনের কাজ শেখানো হবে), ৩) ইলেকট্রিশিয়ান।

এই কেন্দ্রে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: সেন্ট পিটার্স ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, গোলপুকুর, বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪।

দমদম কেন্দ্রে ট্রেনিং দেওয়া হবে এই ৪টি ট্রেডে— ১) টেলারিং, ২) ওয়েল্ডিং, ৩) রেডিও, টিভি ও ফোন মেরামতি, ৪) ফিটার। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স আগেরটির মতোই। আগে আসার ভিত্তিতে সুযোগ। ২টি কেন্দ্রেই নামমাত্র খরচে হোস্টেলে থেকে ও খেয়ে ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ আছে। এই কেন্দ্রে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: সেন্ট স্টিফেন্স ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, ১১ আরবিসি রোড, কলকাতা-৭০০০২৮। ২টি কেন্দ্রেই ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে। ফর্ম পাওয়া যাবে যে কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে উপরের ঠিকানায়।

হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট-এ ভর্তি

চিতকারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিটকারা বিজনেস স্কুলে ২ বছরের এমবিএ কোর্সে ভর্তি শুরু হয়েছে। পড়ানো হবে এইসব শাখার এমবিএ কোর্সে— হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স, হিউম্যান রিসোর্স, ফিনানসিয়াল মার্কেটস প্র্যাকটিস, সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট, সেলস অ্যান্ড রিটেল, ফার্মা ম্যানেজমেন্ট। হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্টের ২ বছরের এমবিএ কোর্স পড়ানো হবে ফর্টিস হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে। কোর্স শেষে ফর্টিস সহ একাধিক নামী প্রতিষ্ঠানে প্লেসমেন্টের সুবিধা আছে। সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টের এমবিএ কোর্স পড়ানো হবে সেফডুকেটের যৌথ উদ্যোগে। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের এমবিএ কোর্স পড়ানো হবে ম্যানপাওয়ার গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে। কোর্স শেষে অ্যাক্সিস ব্যাংক, আইটিসি, ট্রাইডেন্ট, অম্বুজা, নেসলে, পেপসিকো, রিলায়েন্স, এইচডিএফসি ব্যাংক, বিগ বাজার, এশিয়ান পেইন্টস ইত্যাদি সংস্থায় কাজের সুযোগ আছে।

মোট ৫০% নম্বর পেয়ে গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারবেন। এছাড়াও এখানে ইন্ডাস্ট্রি ইন্টার্নশিপ কোর্স পড়ানো হয় এইসব শাখায়: বিবিএ, বিসিএ, বি.অপটোমেট্রি, বিএসসি (এমএলটি, ওটিটি, ডায়ালিসিস)। ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায়: Chitkara University Campus, Chandigarh-Patiala National Highway, Punjab-1404011. ph: 09810355724. West Bengal: 9564818258, 9475739358.

টাঁকশালে ৩৫ সুপারভাইজার নিয়োগ

কারেন্সি নোট প্রেস, নাসিক রোডে ৩৫ জন সুপারভাইজার নিয়োগ হবে।

শূন্যপদের বিন্যাস: সুপারভাইজার (টেকনিক্যাল অপারেশন-প্রিন্টিং), লেভেল এস১: শূন্যপদ ২০টি। (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৫)

সুপারভাইজার (টেকনিক্যাল অপারেশন-মেকানিক্যাল) লেভেল এস১: শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)

সুপারভাইজার (টেকনিক্যাল অপারেশন-ইলেকট্রনিক্স), লেভেল এস১: শূন্যপদ ৩টি (সাধারণ)

সুপারভাইজার (টেকনিক্যাল সাপোর্ট সিভিল) লেভেল এস১: শূন্যপদ: ২টি (সাধারণ)।

বেতন: সবকটি পদের ক্ষেত্রেই ১২৩০০-২৫৪০০ টাকা। বাছাই প্রার্থীদের ১ বছরের প্রোবেশন পিরিয়ড থাকবে।

বয়স: ৩১-৫-২০১৭-এর হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত প্রার্থীরা নিয়ম অনুযায়ী ছাড় পাবেন বয়সের।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

সুপারভাইজার (টেকনিক্যাল অপারেশন-প্রিন্টিং): কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রিন্টিং টেকনোলজিতে ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং বা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে সমতুল ডিপ্লোমা। কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রিন্টিং টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাস বিই/বিটেক বা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে সমতুল ডিপ্লোমা।

সুপারভাইজার (টেকনিক্যাল অপারেশন-মেকানিক্যাল): কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা বা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে সমতুল ডিপ্লোমা। কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাস বিই/বিটেক বা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে সমতুল ডিগ্রি।

সুপারভাইজার (টেকনিক্যাল অপারেশন-ইলেকট্রনিক্স): কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা বা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে সমতুল ডিপ্লোমা।

সুপারভাইজার (টেকনিক্যাল সাপোর্ট-সিভিল): কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা বা সংশ্লিষ্ট ফিল্ডে সমতুল ডিপ্লোমা।

লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই হবে। পরীক্ষার ফি ৪০০ টাকা। তফসিলি জাতি, উপজাতি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটে: http: //cnpnashik.spmcil.com. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ৩১ মে পর্যন্ত। বিশদে জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

তরুণ শিক্ষক নিয়োগ করবে ইন্ডিয়ান আর্মি

হাবিলদার র‍্যাংকে আর্মি এডুকেশনাল কোর-এ এক্স এবং ওয়াই গ্রুপে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী তরুণ নিয়োগ করবে ইন্ডিয়ান আর্মি। কেবল পুরুষরা আবেদন করতে পারবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইংরেজি বা হিন্দিতে বা উভয় ভাষাতেই পড়ানোর মতো জ্ঞান থাকতে হবে। সেই সঙ্গে: ১) বিজ্ঞান শাখার ক্ষেত্রে ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বটানি, জুলজি, বায়োলজি, ইলেকট্রনিক্স বা কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসি, বিএসসি, এমসিএ, বিসিএ, বিটেক, বিএসসি (আইটি) পাস।

২) কলা বিভাগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা, হিন্দি ভাষা, উর্দু ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইকনোমিক্স, সাইকোলজি, অংকে বা সোশিওলজিতে এমএ বা বিএ।

বয়স: ১-১০-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় পাওয়া যাবে।

দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা অন্তত ১৬২ সেমি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি ও ফুলিয়ে ৮২ সেমি। ওজন অন্তত ৫০ কেজি। প্রার্থীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে। ভালো স্বাস্থ্য ও উপযুক্ত শ্রবণশক্তি থাকতে হবে। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি বা ট্যারা চাউনি থাকলে আবেদন করা যাবে না।

হাইট বার, রেস, ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষা, টিচিং অ্যাপটিটিউড টেস্ট, নথিপত্র যাচাই, ইন্টারভিউ ও মেডিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় ৬.২০ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়, এছাড়াও অন্তত ৬ বার ফুল পুল-আপ (বিম) করতে হবে। জিগজ্যাগ ব্যালেন্স, ৯ ফুট খাত পেরোনোর পরীক্ষায় অবশ্যই পাস করতে হবে। এরপর মেডিক্যাল টেস্টে পাস করলে তবে লিখিত পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষা হবে ২৯ অক্টোবর। মোট দু'টি পেপারের লিখিত পরীক্ষায় প্রতি পেপারের সময় ৩ ঘণ্টা। প্রথম পেপারে জেনারেল নলেজ বিষয়ে ৫০ নম্বরের জেনারেল নলেজ বিষয়ে পরীক্ষা হবে। পাস মার্ক ২০। দ্বিতীয় পেপারে বিজ্ঞান বিভাগের উল্লেখিত বিষয়ে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে, কলা বিভাগেরও উল্লিখিত বিষয়ে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের পরীক্ষা হবে। এই টেস্টের মেধাতালিকার উপরের দিক থেকে ট্রেনিংয়ে পাঠানো হবে। ট্রেনিং হবে AEC Training College & Centre, Pachmarhi(MP)তে।

বেতন: এক্স গ্রুপের পদে ৫২০০-২০২০০ টাকা সঙ্গে গ্রেড পে ২৮০০ ও এমএসপি ২০০০ টাকা। ওয়াই গ্রুপের ক্ষেত্রে ৫২০০-২০২০০ টাকা। গ্রেড পে ২৮০০ ও এমএসপি ২০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটে: www.joinindianarmy.nic.in. অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ মে। আবেদনের নিয়মকানুন ওয়েবসাইট থেকেই জানা যাবে। রোল নম্বর, পাসওয়ার্ড যত্ন করে রাখতে হবে। অ্যাডমিট কার্ডেরও প্রিন্টআউট নিয়ে রাখতে হবে। বিস্তারিতভাবে জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

ট্রেনিং দিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট নিয়োগ

ট্রেনিং দিয়ে বেশ কিছু অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট নিয়োগ করবে ভারতীয় উপকূল রক্ষীবাহিনী। জেনারেল ডিউটি ও জেনারেল ডিউটি (পাইলট) শাখায় নিয়োগ হবে। শুধুমাত্র তফসিলি জাতির পুরুষদের নিয়োগ করা হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উভয়ক্ষেত্রেই মোট ৫৫% নম্বর সহ যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। উচ্চমাধ্যমিকে অন্যতম বিষয় হিসাবে ম্যাথমেটিক্স ও ফিজিক্স থাকতে হবে। বিই বা বিটেক ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য।

জন্মতারিখ: জেনারেল ডিউটির ক্ষেত্রে ১-৭-১৯৮৮ থেকে ৩০-৬-১৯৯৭-এর মধ্যে এবং জেনারেল ডিউটি (পাইলট)-এর ক্ষেত্রে ১-৭-১৯৮৮ থেকে ৩০-৬-১৯৯৯-এর মধ্যে হতে হবে।

দৈহিক মাপজোক: জেনারেল ডিউটির ক্ষেত্রে ১৫৭ সেমি। জেনারেল ডিউটি (পাইলট)-র ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি। পার্বত্য ও উপজাতি এলাকার প্রার্থীরা সরকারি নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন। পায়ের দৈর্ঘ্য অন্তত ৯৯ সেমি হতে হবে। বুকের ছাতি ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে জেনারেল ডিউটি শাখার ক্ষেত্রে ৬/৬ ও ৬/৯, চশমা সহ উভয় চোখে ৬/৬। জেনারেল ডিউটি (পাইলট) শাখার ক্ষেত্রে এক চোখে ৬/৬, অন্য চোখে ৬/৯।

প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। নির্বাচিত প্রার্থীদের বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি সিলেকশন বোর্ড এবং ফাইনাল সিলেকশন বোর্ডের পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় থাকবে মেন্টাল এবিলিটি টেস্ট বা কগনিটিভ অ্যাপটিটিউড টেস্ট, পিকচার পারসেপশন ও ডিসকাশন টেস্ট। ফাইনাল পর্যায়ে থাকবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টাস্ক ও পার্সোনালিটি টেস্ট। সবশেষে মেডিক্যাল টেস্ট। কেবল জেনারেল ডিউটি (পাইলট) পদের ক্ষেত্রে এছাড়াও কম্পিউটারাইজড পাইলট সিলেকশন সিস্টেম পরীক্ষা নেওয়া হবে।

বেতন: ৫৬১০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.joinindiacoastguard.giv.in. ৩১ মে-এর মধ্যে। বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ২০১৭

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি গ্রামোন্নয়ন ও জৈব প্রযুক্তির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট এবং এগ্রিকালচার অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিষয়ে এমএসসি কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত জমা নিচ্ছে।

১) এমএসসি ইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট:

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৫০% নম্বর সহ বিএসসি অনার্স অথবা ৫৫% নম্বর সহ বিএসসি (৩ বছরের জেনারেল ডিগ্রি) পাস।

২) এমএসসি ইন এগ্রিকালচার বায়োটেকনোলজি:

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বায়ো সায়েন্স/এগ্রিকালচার সমতুল বিষয়ে অন্তত ৫০% নম্বর সহ বিএসসি অনার্স অথবা ৫৫% নম্বর সহ বিএসসি (তিন বছরের জেনারেল ডিগ্রি) পাস। উভয় ক্ষেত্রেই সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা নম্বরের ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পাবেন।

লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

ভর্তি ফি: ভর্তির সময় দিতে হবে ১৭১০০ টাকা।

আবেদন করতে হবে অফলাইনে নির্ধারিত ফর্মে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নরেন্দ্রপুর আশ্রম ক্যাম্পাসের ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের ফ্যাকাল্টি সেন্টার থেকে ২৫০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়াও http: //narendrapur.rkmvu.ac.in এই ওয়েবসাইট থেকেও ফর্ম ডাউনলোড করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ৩০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট দিতে হবে। কলকাতায় প্রদেয় 'Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, RKMVERI'-এর অনুকূলে ডিডি দেবেন। সঠিকভাবে পূরণ করা ফর্ম সরাসরি গিয়ে জমা করবেন অথবা ডাকযোগে পাঠাবেন এই ঠিকানায়: Dean, IRDM Faculty Centre, Ramkrishna Mission Vivekananda University, Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, Kolkata 700103.

ফর্ম সংগ্রহ করা ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৭ জুন। লিখিত পরীক্ষা হবে ১০ জুন। ইন্টারভিউয়ের জন্য বাছাই প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হবে ১৪ জুন। ইন্টারভিউ হবে এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ের জন্য ১৭ জুন এবং এগ্রিকালচার বায়োটেকনোলজি বিষয়ের জন্য ১৬ জুন। ইন্টারভিউয়ের দিনই যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হবে। ভর্তির শেষ তারিখ ২২ জুন।

এছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলুড় মঠ শাখায় ২০১৭ সেশনে যোগা বিষয়ে ১ বছরের পূর্ণ সময়ের ডিপ্লোমা ও ২ বছরের অনিয়মিত সাপ্তাহিক ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। গড়ে ৫০% নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাসরা ১ বছরের পূর্ণ সময়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন যোগা কোর্সের জন্য ভর্তি হতে পারেন। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে।

একইভাবে গড়ে ৫০% নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস (ফিজিওথেরাপি/বিপিএড) বা গড়ে ৫০% নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস ও সেইসঙ্গে যোগার সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে ২ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন যোগা কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। ৩০০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম পাবেন এই ঠিকানায়: রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি, বেলুড় মঠ, হাওড়া।

এছাড়াও ফর্ম ডাউনলোড করতে পারেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.rkmvu.ac.in.কোর্সটি পড়ানো হবে ইন্ডিয়ান হেরিটেজ অব যোগা স্টাডিজে। শুধুমাত্র ছেলেরাই আবেদন করতে পারবেন।

দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ জুন। প্রার্থী বাছাইয়ের লিখিত পরীক্ষা হবে ১৭ জুন। ইন্টারভিউয়ের সম্ভাব্য তারিখ ২২-২৪ জুন। ক্লাস শুরু হবে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে।

আইআইপি-তে প্যাকেজিংয়ের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স

প্যাকেজিংয়ের পোস্ট গ্র্যাডজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেবে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং। এটি কেন্দ্রের বাণিজ্য এবং শিল্প মন্ত্রকের অধীনস্থ স্বয়ংশাসিত একটি সংস্থা। কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। কোর্সটি পড়ানো হবে প্রতিষ্ঠানের কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই এবং হায়দরাবাদ ক্যাম্পাসে। কোর্স শুরু হবে জুলাই মাসে।

আসন সংখ্যা: কলকাতা: ৮০টি, দিল্লি: ১০০টি। হায়দরাবাদ: ৪০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজির যে কোনও শাখায় অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণির নম্বরসহ স্নাতক। বয়স: ৩১-৫-২০১৭ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ ও ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ১৫ জুন। ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথম্যাটিক্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতায়।

অনলাইন-অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে আবেদন করা যাবে। অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.iip_in.com.অথবা আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে প্রতিষ্ঠানের কলকাতা ক্যাম্পাস থেকেও।

অনলাইন আবেদন করতে পারবেন ওপরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদন করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো, শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণাদি এবং কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে। ফি-বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা। ফি জমা দেওয়া যাবে ডিমান্ড ড্রাফট অথবা অনলাইনে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার নেট ব্যাংকিং বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। ড্রাফটের মাধ্যমে ফি জমা দিলে ড্রাফটটি 'Indian Institute Of Packaging'-এর অনুকূলে মুম্বইয়ে প্রদেয় হতে হবে।

অনলাইনে ফি দিলে ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নিতে হবে। অনলাইন আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে রাখতে হবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) অফলাইন ফি পেমেন্টের ক্ষেত্রে ডিমান্ড ড্রাফটের নথি।

২) অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের ২ কপি ফোটো। ফোটোগুলি দরখাস্ত এবং অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।

৩) শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল।

৪) কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৫) প্রার্থীর নাম-ঠিকানা ও পিন কোড লেখা ২টি খাম।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ দরখাস্ত স্পিড পোস্ট বা কুরিয়ার বা রেজিস্টার্ড ডাকে ৯ জুনের মধ্যে এই ঠিকানায় পৌঁছতে হবে: Indian Institute of Packaginig, Block C.P.-10, Sector-V, Salt Lake, Bidhan Nagar, Kolkata-700091. বিশদে আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

নেভিতে গ্রুপ 'সি' ক্যাটাগরিতে ৮৯ নিয়োগ

ভারতীয় নৌবাহিনী কোচির সাদার্ন ন্যাভাল কমান্ডে ট্রেডসম্যান মেট, মোটর ড্রাইভারসহ বিভিন্ন পদে কর্মী নিয়োগ করবে। নিয়োগ করা হবে গ্রুপ সি ক্যাটাগরিতে। শূন্যপদ ৮৯টি।

শূন্যপদের বিন্যাস: ট্রেডসম্যান মেট: ৫০টি। সাধারণ ২৯, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ৭। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী এবং ২টি শূন্যপদ দক্ষ খেলোয়াড়দের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাস।

ট্রেডসম্যান (স্কিল্ড): মেশিনিস্ট: ৬টি। সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১। এরমধ্যে ১টি করে শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী ও দক্ষ খেলোয়াড়দের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

রিগার: ৫টি। সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১।

পেইন্টার: ৩টি। সাধারণ।

ওয়েল্ডার: ৩টি। সাধারণ ২, ওবিসি ১।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাস। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে। এবং এনসিভিটি দ্বারা প্রদত্ত ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অথবা আর্মি, নেভি বা এয়ারফোর্সে মেকানিক বা সমতুল পদে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

সিভিলিয়ান মোটর ড্রাইভার: ১৫টি। সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৫। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে বৈধ মোটর সাইকেল এবং হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। হেভি মোটর ভেহিক্যাল ড্রাইভিংয়ে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

মাল্টি টাস্কিং স্টাফ—মালি: ৭টি। সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দক্ষ খেলোয়াড়দের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স: ১-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ট্রেডসম্যান স্কিল্ড এবং সিভিলিয়ান মোটর ড্রাইভার পদের ক্ষেত্রে বেতন ১৯৯০০-৬৩২০০ টাকা। ট্রেডসম্যান মেট এবং মাল্টিটাস্কিং স্টাফ পদের ক্ষেত্রে ১৮০০০-৫৬৯০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং স্কিল বা প্র্যাকটিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে যথাযথভাবে। পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে:

১) প্রার্থীর ৩ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। এর মধ্যে একটি ফোটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দিতে হবে এবং ফোটোর ওপর সই করে দিতে হবে। অন্য দুটি ফোটোর পিছনে প্রার্থীর নাম লিখে সই করে দিতে হবে।

২) শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৩) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড বা বার্থ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের নকল।

৫) কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের নকল।

৭) দক্ষ খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে স্পোর্টস সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৮) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৯) প্রার্থীর নাম-ঠিকানা লেখা ২৩x১৩ সেমি মাপের একটি খাম। ওপরে ৪৫ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সেঁটে দিতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখতে হবে: APPLICATION FOR THE POST OF..... and Category .....। ১ জুনের মধ্যে দরখাস্ত রেজিস্টার্ড বা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Flag Officer Commanding-in- Chief, for Staff Officer(Civilian Recruitment Cell), Headquarters Southern Naval Command, Kochi-682 004. বিস্তারিত জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.indiannavy.nic.in.

প্রতি মঙ্গলবার 'উত্তরণ'-এ এখন পড়াশোনা ছাড়াও থাকছে নানান শিক্ষামূলক লেখা, যা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াশোনায় আরও আগ্রহী করে তুলবে।

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ২০১৭

এয়ারফোর্সে বিভিন্ন পদে ১৩৩ নিয়োগ

ভারতীয় বায়ুসেনা সারাদেশ জুড়ে বায়ুসেনার বিভিন্ন ইউনিটে মাল্টিটাস্কিং স্টাফ, সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর), স্টোরকিপার, ফায়ারম্যান, সাফাইওয়ালা ও কুক পদে কর্মী নিয়োগ করবে। মোট শূন্যপদ: ১৩৩টি।

ইউনিট অনুসারে শূন্যপদ: এ ও সি, ইক্যুইপমেন্ট ডিপো, এলাহাবাদ: মাল্টিটাস্কিং স্টাফ: ৬৯টি। সাধারণ ৫৩, তফসিলি উপজাতি ৭, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২, প্রাক্তন সমরকর্মী ৭।

সাফাইওয়ালা: ১০টি। সাধারণ ৮, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১।

কুক: ৪টি। সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১।

দরখাস্ত পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়: AOC, Equipment Depot, Air Force Station, Manauri, Dist- Allahabad (UP), pin-212212.

এ ও সি, বেস রিপেয়ার ডিপো, তামিলনাড়ু: সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর): ৪টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১।

ফায়ারম্যান: ১০টি। সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১।

দরখাস্ত পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়: AOC, Base Repair Depot, Air Force Station, Sulur, Coimbatore, Tamil Nadu-641401.

পুনে: সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর): ৯টি। সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৩, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১।

স্টোরকিপার: ৪টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১।

দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায়: AOC, Base Repair Depot, Air Force, Air Force Station, Chandan Nagar, OPP 'D' Mello Petrol pump, Nagar Road, Pune-411014.

ইক্যুপমেন্ট ডিপো, মহারাষ্ট্র: সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর): ৫টি। সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১।

দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায়: AOC, Equipment Depot, Air Force, Air Force Station, Devlali (South) 422501, Dist-Nasik (Maharashtra).

ইক্যুইপমেন্ট ডিপো, বেঙ্গালুরু: সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর): ১০টি। সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ২, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১।

স্টোরকিপার: ৮টি। সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১।

দরখাস্ত পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়: AOC, Equipment Depot, Air Force, Vimanpura PO, Opp. HAL Helicopter Division, Bangalore-560017.

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) পদের ক্ষেত্রে স্নাতক বা, সমতুল। স্টোরের কাজ দেখভাল করার ও অ্যাকাউন্টসের হিসাব রাখার কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

স্টোরকিপার পদের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। স্টোরের কাজকর্ম দেখা ও অ্যাকাউন্টসের হিসাব রাখার কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

কুকের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক। ওয়াচম্যান বা লস্কর বা মালি বা জেনটেটনার অপারেটর হিসাবে ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

সাফাইওয়ালা পদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ফায়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং নিয়ে থাকতে হবে।

বয়স: ১৭-৬-২০১৭ তারিখে ফায়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে এবং বাকি সবকটি পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক: শুধুমাত্র ফায়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৫ সেমি। তফসিলি উপজাতি প্রার্থীরা ২.৫ সেমি ছাড় পাবেন। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮১.৫ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি হতে হবে। ওজন হতে হবে অন্তত ৫০ কেজি।

বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। সঙ্গে পদ অনুসারে পৃথক গ্রেড পে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্কিল টেস্ট বা প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট বা দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষার মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউড, জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে যথাযথভাবে। পুরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে:

১) প্রার্থীর ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। এর মধ্যে একটি ফোটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে ও একটি অ্যাকনলেজমেন্টের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দিতে হবে

২) শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৩) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড বা বার্থ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের নকল।

৫) কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের নকল।

৭) যথাযথভাবে পূরণ করা অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ড।

৮) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৯) প্রার্থীর নাম-ঠিকানা লেখা ও ৫ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সেঁটে দিতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখতে হবে: APPLICATION FOR THE POST OF..... and Category .....শূন্যস্থানে যে পদের জন্য দরখাস্ত করছেন তার নাম লিখতে হবে। ১৭ জুনের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে যে বেস ওয়ার্কশপের শূন্যপদে দরখাস্ত করছেন তার নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

টেরিটোরিয়াল আর্মিতে অফিসার নিয়োগ

টেরিটোরিয়াল আর্মিতে শুধু পুরুষরা আবেদনের যোগ্য।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। বয়স: আবেদনের তারিখে ১৮ থেকে ৪২ বছরের মধ্যে হতে হবে। প্রার্থীকে সরকারি বা আধা সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় চাকরিরত বা স্বনিযুক্ত হতে হবে। সামরিক বাহিনীতে চাকরির দৈহিক সক্ষমতা থাকতে হবে। প্রাক্তন সমরকর্মীরাও আবেদনের যোগ্য।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে ৩০ জুলাই। পরীক্ষা হবে দু'টি পেপারে। প্রতি পেপারের দু'টি পার্ট। প্রথম পেপারের প্রথম পার্টে থাকবে রিজনিং, দ্বিতীয় পার্টে এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স। দ্বিতীয় পত্রের প্রথম পার্টে থাকবে জেনারেল নলেজ, দ্বিতীয় পার্টে থাকবে ইংলিশ। প্রতিটি পেপার ২ ঘণ্টার। প্রতি পার্টে ৫০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। সবক্ষেত্রে ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং আছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সংশ্লিষ্ট টেরিটোরিয়াল আর্মি গ্রুপ হেডকোয়ার্টার্সে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকবে প্রিলিমিনারি ইন্টারভিউ বোর্ড। কলকাতার টেরিটোরিয়াল আর্মি গ্রুপ হেডকোয়ার্টার্সের ঠিকানা: পিআইবি সেল, টিএ গ্রুপ হেডকোয়ার্টার্স, ইস্টার্ন কম্যান্ড, ফোর্ট উইলিয়াম, কলকাতা-৭০০০২১।

নিয়োগ হবে লেফটেন্যান্ট র‍্যাংকে। বেতন: ১৫৬০০-৩৯১০০ টাকা। গ্রেড পে ৫৪০০ টাকা। মিলিটারি সার্ভিস পে ৬০০০ টাকা। প্রথম বছর ১ মাসের বেসিক ট্রেনিং হবে। প্রতি বছর ২ মাসের প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে হবে। প্রথম ২ বছরের মধ্যে দেরাদুনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ৩ মাসের পোস্ট কমিশনিং ট্রেনিং হবে। ট্রেনিং ও সার্ভিসের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর বেতনক্রম অনুসারে বেতন ও ভাতা পাওয়া যাবে। ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংক পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ আছে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.joinindianarmy.in. প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। ফি-বাবদ অনলাইনেই দিতে হবে ২০০ টাকা। দরখাস্ত পূরণের পর সাবমিট করে পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নিতে হবে।

বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ৬০ টেকনিশিয়ান নিয়োগ করবে

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড 'টেকনিশিয়ান-অপারেশনস' ও 'টেকনিশিয়ান-বয়লার' পদে ৬০ জন লোক নেবে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

সিরিয়াল নং ১: টেকনিশিয়ান অপারেশনস: কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা অন্তত ৬০%, তফসিলি, প্রতিবন্ধী হলে ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য।

সিরিয়াল ২: টেকনিশিয়ান বয়লার: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা মোট ৬০%, তফসিলি, প্রতিবন্ধীরা ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। প্রথম শ্রেণির বয়লার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে ভালো হয়।

সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১-৫-২০১৭-এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। পারিশ্রমিক মাসে ৪০০০০ টাকা। শুরুতে ৯ মাসের প্রোবেশন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। এই পরীক্ষায় থাকবে অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন দু'টি পার্টে: ১) জেনারেল অ্যাপটিটিউড টেস্ট, লজিক্যাল রিজনিং, ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন, কোয়ান্টেটিভ অ্যাপটিটিউড টেস্ট ও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ২) টেকনিক্যাল/পেশাগত জ্ঞান। পূর্বভারতের পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতায়। সফল হলে ইন্টারভিউ।

www.hindustanpetroleum.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে হবে ৮ জুনের মধ্যে। দরখাস্ত করার আগে পাসপোর্ট মাপের ফোটো স্ক্যান করে নিতে হবে। ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে Career Opportunities-এ গিয়ে ক্লিক করলে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পাওয়া যাবে। যাবতীয় তথ্য দিয়ে ফোটো আপলোড করে সাবমিট করলেই ১২ ডিজিটের সিস্টেম জেনারেটেড ইউনিক নম্বর/রেফারেন্স নম্বর পাবেন তা প্রিন্ট করে নেবেন। এছাড়াও ৩ পার্টের চালান প্রিন্ট করে নেবেন। এই চালান নিয়ে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় গিয়ে নগদে ৬০০ টাকা জমা দিতে হবে এই শিরোনামে 'HPCL Powerjyoti' A/c Number 32315049001.

তফসিলি ও প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না। এছাড়াও ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডেও দেওয়া যাবে। টাকা জমা দেওয়া যাবে ১০ জুনের মধ্যে। দরখাস্ত সাবমিটের পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দিতে হবে।

'টার্গেট অ্যাট কেরিয়ার'-এ এখন
পুরো চার পাতা জুড়ে জীবিকার খোঁজখবর

ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১০ নিয়োগ

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ মোহালি 'ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদে ১০ জন লোক নিচ্ছে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বা বায়োলজির ডিগ্রি কোর্স পাসরা যোগ্য। কোনও ল্যাবে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। বয়স হতে হবে ৩২ বছরের মধ্যে।

বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। শূন্যপদ: ১০টি। সাধারণ ৫, ওবিসি ৩, তফসিলি উপজাতি ২। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং NF(1)2017-18.

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। বয়ান পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইটে: www.iisermohali.ac.in. তখন সঙ্গে দেবেন বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল, নিজের নাম-ঠিকানা লেখা একটি পাসপোর্ট মাপের ফোটো, ১০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। 'The Resigtrar, IISER Mohali'-এর অনুকূলে। পেয়েবল অ্যাট লিখবেন 'Mohali'. তফসিলি, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফি লাগবে না। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন, 'Application for the post...under Post Code 801 for UR/802 for OBC/803 for ST' .

দরখাস্ত পৌঁছতে হবে ২ জুনের মধ্যে। এই ঠিকানায়: The Registrar, Indin Institute Of Science Education and Research (IISER), Mohali, Sector-81, Knowledge City, S.A.S. Nagar, P.O. Manauli, Mohali, Punjab-140306.

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ২০১৭

রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক কোর্সে ভর্তি শুরু

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদে ২০১৭ সালের মাধ্যমিক কোর্সে ভর্তি শুরু হয়েছে। কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ক্লাস এইট পাস ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা আর না করে থাকলে এখান থেকে মাধ্যমিক পাস করতে পারেন। যাঁরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল হতে পারেননি, তাঁরাও এখান থেকে মাধ্যমিক পাস করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১ জুনের হিসাবে অন্তত ১৪ বছর। ভর্তি শুরু হয় বছরে দু'বার। জুন ও ডিসেম্বরে। এখন ভর্তি হচ্ছে জুন সেশনের জন্য। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই কোর্সে ভর্তির সুযোগ আছে। মাধ্যমিকে মোট ১১টি বিষয় আছে: বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, ভৌতবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, গৃহবিজ্ঞান, বাণিজ্য বিজ্ঞান। ওপরের ওইসব থেকে অন্তত ৭টি আবশ্যিক বিষয় ও আরও ১টি অতিরিক্ত বিষয় নিতে হবে। ভর্তির সময় সব বিষয়গুলি একসাথে নিতে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই। ভর্তির দু'মাসের মধ্যে এক বা একাধিক বিষয় নিতে পারবেন। ভর্তির ৬ মাস বা তারপরে সাধারণ ভর্তির সময় আবার নতুন বিষয় নিতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে বিষয় নেওয়ার ১ বছর পর সেই বিষয়ের পরীক্ষা দিতে পারবেন। সব বিষয়ের পরীক্ষা একই সঙ্গে দিতে পারবেন, তবে প্রস্তুতি ঠিক না হলে ৫ বছর ধরে দু'বার করে মোট ৯ বার পরীক্ষা দিয়ে সফল হতে পারবেন। বাংলা বিষয়ের প্রতিটি পত্রে ১০০ হিসাবে দুটি পত্রের পূর্ণমান ২০০। উত্তরণ মান ৩৪। ৭টি আবশ্যিক বিষয় নিয়ে যাঁরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করবেন তাঁদের মাধ্যমিক পাসের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এই সার্টিফিকেট মাধ্যমিক পাসের সমতুল হিসাবে ধরা হবে। উপরের ৭টি বিষয়ে পাস না করলে অন্যান্য বিষয়ের পাসকে শুধু পাস হিসাবে ধরা হবে। এজন্য মার্কশিট পেলেও সার্টিফিকেট পাবেন না। অতিরিক্ত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৩৪ নম্বর বাদ দিয়ে বাকি নম্বর মোট প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হবে। এ-বছর জুনে ভর্তি হলে পরের বছর জুনে ভর্তি হতে পারবেন। এখান থেকে মাধ্যমিক পাস করলে পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদে যেমন উচ্চমাধ্যমিক কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন, তেমন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা সংসদ স্বীকৃত যে কোনও প্রতিষ্ঠানে উচ্চমাধ্যমিক কোর্সেও ভর্তির সুযোগ পাবেন। ভর্তির সময় যাবতীয় বইপত্র দেওয়া হবে। ক্লাস হয় সাধারণত ছুটির দিন বা কাজের দিন সন্ধ্যাবেলায়। দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম ও প্রোসপেক্টাস হাতে হাতে পাবেন ৩০ জুন পর্যন্ত। সংশ্লিষ্ট স্টাডি সেন্টার থেকে। দাম ২৫ টাকা।

পূরণ করা ফর্মের সঙ্গে দেবেন: ১) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে জন্ম সার্টিফিকেট/কোনও অনুমোদিত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে থাকলে তার রেজিস্টার থেকে প্রমাণপত্র। ২) শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র হিসাবে ক্লাস এইট পাস সার্টিফিকেট বা এইট পাস পর্যন্ত স্বশিক্ষিত হলে শিক্ষার্থীর নিজের লিখিত বিবৃতি দিতে হবে। ৩) স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট। ৪) এখনকার তোলা ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো (নিজের সই করা)। আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ঠিকানায়: পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদ, বিকাশভবন, তৃতীয় তল, পূর্বপার, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১।

স্টাডি সেন্টারের ঠিকানা পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.twbcros.org.

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজখবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজখবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল:

naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com

কেরিয়ার সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন থাকলে জানান আমাদের মেল করে। jugasankha.suppli@gmail.com

কাজের দক্ষতা বাড়ানোর উপযোগী কোর্স

এ ভি যে ইনফোটেক মোবাইল পরিষেবা, তথ্য প্রযুক্তি ও সৌন্দর্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কাজের জন্য দক্ষতা বাড়ানোর ট্রেনিং দিচ্ছে। ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এই ৮টি ট্রেডে: ১) মোবাইল ফোন হার্ডওয়্যার/ সফটওয়্যার টেকনিশিয়ান কোর্স। মেয়াদ: ৪ মাস। ২) ল্যাপটপ চিপ লেভেল রিপেয়ারিং। মেয়াদ: ৬ মাস। ৩) কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং। মেয়াদ: ৩ মাস। ৪) এলসিডি/ এলইডিটিভি রিপেয়ার টেকনিশিয়ান। মেয়াদ: ৩ মাস। ৫) ট্যালি। মেয়াদ: ৩ মাস। ৬) ডেস্কটপ পাবলিশিং। মেয়াদ: ২ মাস। ৭) বিউটিশিয়ান কোর্স। মেয়াদ: ২ মাস। ৮) অ্যাপারেল (এমব্রয়ডারি কোর্স)। মেয়াদ: ৩ মাস। কোর্স অনুসারে শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার ক্লাস এইট পাস থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস। বয়সের কোনও কড়াকড়ি নেই। এই প্রতষ্ঠানের ট্রেনিং সেন্টার আছে বাগবাজার, মানিকতলা, বারাসাত, ব্যারাকপুর, সোনারপুর, চুঁচুড়া, মালদহ, আসানসোল, শিলিগুড়ি, খড়্গপুর, কৃষ্ণনগর ও হাওড়া। ভর্তির জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে: ৯৮৩১৪১৯৯২০।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
টার্গেট@কেরিয়ার
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর), বিপাশা চক্রবর্তী, সালমা আহমেদ

ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি

এনবিসিসি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (সিভিল) ও ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (ইলেকট্রিক্যাল) পদে ১২ জন লোক নিচ্ছে। মোট ৬০% নম্বর পেয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (সিভিল) পদের জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ৯টি। সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২।

মোট ৬০% নম্বর পেয়ে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (ইলেকট্রিকাল) পদের জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ৩টি। সাধারণ।

দুই পদের বেলাতেই বয়স হতে হবে ৫-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২৯ বছরের মধ্যে। ২০১৭ সালে যাঁরা গেট পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁরাই শুধু যোগ্য। শুরুতে ট্রেনিং। সফল হলে মূল মাইনে ১৬৪০০-৪০৫০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে গেট ২০১৭-এর পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর দেখে।

দরখাস্ত করতে হবে ৫ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.nbccindia.com.আবেদন করার জন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নিতে হবে। তখন পরীক্ষা ফি-বাবদ ১০০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। তফসিলি ও প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না। বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

এনএফএলে বিপণন কর্মী

৩৫ জন বিপণন কর্মী নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার্স লিমিটেড। এগ্রিকালচারের বিএসসি কোর্স পাসরা মোট ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ৩০-৪-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন: ৯৫০০-১৯৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩৫টি। সাধারণ ২০, ওবিসি ৮, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে পটনা, হায়দরাবাদ, লক্ষ্মৌ, চণ্ডীগড়, ভূপালে। ২ ঘণ্টার পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট শাখার ওপর ও অ্যাপটিটিউড টেস্টের ওপর। মোট ১৫০টি প্রশ্ন হবে।-এর মধ্যে ১০০টি প্রশ্ন হবে এগ্রিকালচার বিষয়ে আর ৫০টি প্রশ্ন হবে জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ অ্যাপটিটিউড, রিজনিং অ্যান্ড জেনারেল নলেজ বা অ্যাওয়ারনেস।

দরখাস্ত করতে হবে ১ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.nationalfertilizers.com.প্রার্থীর বৈধ একটি ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে। পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০ টাকা ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিতে হবে। বিস্তারিত তথ্য জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

কেন্দ্রীয় পর্যটন বিভাগের অধীনস্থ সংস্থায় হসপিটালটি ম্যানেজমেন্টের এমএসসি কোর্স

কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন বিভাগের অধীনস্থ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজি হসপিটালিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এমএসসি কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। এআইসিটিই স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্টের বিএসসি পাস বা এনসিএইচএম-ইগনুর অধীনস্থ কোনও সংস্থা থেকে হসপিটালিটি অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর বিএসসি পাস ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ১৮ জুন। অ্যাডমিট কার্ড ১২ থেকে ১৪ জুনের মধ্যে ডাউনলোড করতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.thims.gov.in. কোর্সটি পড়ানো হবে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্তবিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। ২ বছরের কোর্স। সেশন শুরু আগস্ট থেকে।

কোর্সটি পড়ানো হবে ৫টি কেন্দ্রে। ১) এনসিএইচএম: ইনস্টিটিউট অব হসপিটালিটি, নয়ডা। ২) আইএইচএম: পুসা, নয়াদিল্লি। ৩) আইএইচএম: বেঙ্গালুরু। ৪) আইএইচএম: চেন্নাই। ৫) আইএইচএম: লক্ষ্মৌ।

আবেদন করতে হবে অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.thims.gov.in.

প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ মে। ফি-বাবদ দিতে হবে ৯০০ টাকা। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ৪৫০ টাকা। দিতে হবে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে। ড্রাফট পাঠাতে হবে NCHMCT-এর অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট Noida. অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করে সাবমিটের পর দরখাস্তের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নিতে হবে। এটিও পাঠাতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফটের মূল কপি সহ দরখাস্তের প্রিন্টআউট ভরা খামের ওপর লিখতে হবে: 'APPLICATION FOR ADMISSION TO M.SC HA PROGRAM' দরখাস্ত পাঠাতে হবে ৩১ মে-র মধ্যে। পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়: National Council for Hotel Management & Catering Technology, A-34, Sector-62. Noida(UP)-201309 বিস্তারিত আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

শ্রীমতী টেকনো ইনস্টিটিউটে কর্মমুখী ট্রেনিং

শ্রীমতী টেকনো ইনস্টিটিউট বিভিন্ন কারিগরি ও পেশাদারি কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। আইটিআই স্তরের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এই ৮টি ট্রেডে: ১) ইলেকট্রিশিয়ান, ২) ফিটার, ৩) রেফ্রিজারেশন ও এসি টেকনিশিয়ান, ৪) সিভিল ড্রাফটসম্যান (সঙ্গে ক্যাড), ৫) অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভিসিং, ৬) ওয়েল্ডার, ৭) মোবাইল ফোন টেকনিশিয়ান, ৮) সিসিটিভি টেকনিশিয়ান।

তথ্যপ্রযুক্তি-সংক্রান্ত বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এই ৬টি বিষয়ে: ১) কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং, ২) ডিটিপি, ৩) অটোক্যাড, ৪) ওয়েব টেকনোলজি, ৫) থ্রিডি ম্যাক্স সঙ্গে ভি রে, ৬) ভিডিও এডিটিং।

সেফটি ম্যানেজমেন্টের অন্তর্ভুক্ত ৪ টি কোর্স হল: ১) ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি, ২) বিএসসি ফায়ার ও সেফটি ম্যানেজমেন্ট, ৩) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ফায়ার ও সেফটি। ৪) এমবিএ ইন ফায়ার ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি ম্যানেজমেন্ট।

পেশাদারি কোর্স পড়ানো হচ্ছে এই ৫টি বিষয়ে: ১) ফ্যাশন টেকনোলজি, ২) ইন্টিরিয়র ডিজাইন, ৩) মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশন, ৪) মাস কমিউনিকেশন ও জার্নালিজম, ৫) বিউটি ওয়েলনেস। কোর্স অনুসারে শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি কোর্স পাস। আগে আসার ভিত্তিতে সুযোগ।

ভর্তির জন্য যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: শ্রীমতী টেকনো ইনস্টিটিউট, ১১৪/২বি হাজরা রোড, কলকাতা-৭০০০২৬ (কালীঘাট ফায়ার ব্রিগেডের কাছে)।

আরও জানতে এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.srimatitechno.org.